দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কুষ্টিয়া শহরের এক শ' মেসের দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ কুষ্টিয়া শহর ও তার আশপাশের এক শ' ছাত্রাবাসের দেড় হাজারের বেশি শিক্ষার্থী স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সন্ত্রাসীদের দাবি করা চাঁদার টাকা পরিশোধ না করলেই ছাত্রছাত্রীদের ওপর নেমে আসছে নির্যাতন ও হুমকি। ঘটছে মারধর ও মেসে গোপনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে কুষ্টিয়া শহরে ছাত্রাবাসের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

১৯৯০-৯১ সালের দিকে কুষ্টিয়া শহরে ছাত্রাবাসের সংখ্যা ছিল ৩০/৪০টি। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন শ-তে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারী গার্লস কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, আইন কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল স্কুল, টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার ও হোমিওপ্যাথি কলেজে পড়ুয়া বহিরাগত শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই মেসে থাকে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৩টি আবাসিক হল রয়েছে। যে কারণে শতকরা ৭৫ জন ছাত্রছাত্রী ও শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কুষ্টিয়া শহরে থাকেন। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজে ৯টি বিষয়ে অনার্স ছাড়াও ইন্টারমিডিয়েট ব্যাচ রয়েছে। সরকারী কলেজের ৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ৭০ ভাগই কুষ্টিয়া শহরের বাইরে থেকে পড়তে এসেছে। এদের জন্য রয়েছে মাত্র একটি ছাত্রাবাস যা স্থানীয় সন্ত্রাসীরা দখল করে রেখেছে। সরকারী গার্লস কলেজেও মাত্র একটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। এভাবে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য কলেজেরই একই দশা। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় প্রয়োজনীয় আবাসিক হল নেই। জিআরসি অর্থাৎ গড়াই নদী খনন কাজের ঠিকাদার বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডস থেকে আগত ফরেনার ও কর্মকর্তারা শহরের সবচেয়ে বিলাসবহুল ৪০টি বাড়ি তুলনামূলক বেশি দামে ভাড়া নিয়েছে। যে কারণে কুষ্টিয়া শহরে মেস সমস্যা বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র আকার ধারণ করেছে। আবাসিক এলাকায় বাড়ির মালিকরা মেস ভাড়া না দেয়ায় অধিকাংশ ছাত্রাবাসই নির্জন মাঠের মধ্যে গড়ে উঠেছে। যে কারণে সন্ত্রাসীদের উৎপাতও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। শহরের হাউজিং, পূর্ব মজমপুর, থানাপাড়া, চৌড়হাস, পিটিআই রোডসহ অন্যান্য মেসে সন্ত্রাসীদের উৎপাতে ছাত্রদের রাতের বেলা অনেককেই পালিয়ে থাকতে হয়। সন্ত্রাসীদের চাঁদার দাবি পূরণ না করায় ছাত্রদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে তারা মারধর ও গোপন অগ্নিসংযোগ করে। শীতের রাতে ছাত্রদের মেসের বাইরে বের করে দিয়ে তারা দিব্যি রাত কাটায়। ছাত্রদের টিভি, ক্যাসেট, ঘড়ি, জামাকাপড়সহ অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তারা জোরপূর্বক নিয়ে যায়। দিন নেই রাত নেই সন্ত্রাসীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মেসগুলোতে পিকনিক করে; গাঁজা, মদ, ফেনসিডিলের আড্ডা জমায়। ছাত্রী মেসগুলোতে সন্ত্রাসীদের উৎপাত আরও বেশি, মান-সম্মানের ভয়ে অধিকাংশ ছাত্রীমেসই নিয়মিত চাঁদা দিয়ে আসছে। এ ব্যাপারে নতুন কোর্ট পাড়া এলাকার শুক্লা জানায়, চাঁদার টাকা পরিশোধ না হলে পথে একলা চলা দায় হয়ে পড়ে। কলেজ কিংবা বাজারে ঠিকমতো যেতে পারি না। বিকালে মেসের বাইরে গেলে দলবদ্ধভাবে তারা পিছু লাগে।

অনেক সময় এ সন্ত্রাসীরাই রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে নিয়ে যায়। তাদের হাতেনাতে ধরলেও ছাত্রছাত্রীদের কিছু বলার সাহস নেই। আবার মারধরের ভয়ে কেউই প্রশাসনকে জানাতে সাহস পায় না। কিংবা জানালেও কোন ফল হয় না।